আশ্রয়ণের অধিকার
শেখ হাসিনার উপহার

আশ্রয়ণ

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক

২৬,২২৯ টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে
জমি ও গৃহ প্রদান (তৃতীয় পর্যায়- ২য় ধাপ)

২১ জুলাই ২০২২

‘বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না।’

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা গ্রামে ভূমিহীন-গৃহহীন, অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশি ও বিদেশি চক্রান্তের মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর দেশের গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের মতো জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো স্থবির হয়ে পড়ে। দীর্ঘ ২১ বছর পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো পুনরায় শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন এবং একই বছর তিনি সারা দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শুরু করেন ‘আশ্রয়ণ প্রকল্প’।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন

২. ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা

৩. আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল

একটি গৃহ কীভাবে সামগ্রিক পারিবারিক কল্যাণে এবং সামাজিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হতে পারে তার অনন্য দৃষ্টান্ত ‘আশ্রয়ণ প্রকল্প’। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের এই নতুন পদ্ধতি ইতোমধ্যে ‘শেখ হাসিনা মডেল’ হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। শেখ হাসিনা মডেলের ছয়টি মূল বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. উপার্জন ক্ষমতা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা

২. সম্মানজনক জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা

৩. নারীদের জমিসহ ঘরের অর্ধেক মালিকানা দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন করা

৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়িয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন করা

৫. ব্যাপকহারে বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশের উন্নতি সাধন করা

৬. গ্রামেই শহরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা

চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই করার লক্ষ্যে গৃহীত উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন 'আশ্রয়ণ প্রকল্পের' মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভূমিহীন-গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আওতায় আনছেন। এ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ নিশ্চিত হচ্ছেঃ

- স্বামী-স্ত্রী যৌথ মালিকানায় ২ শতক জমি ও একটি সেমি পাকা ঘর প্রদান করা হচ্ছে;
- প্রতিটি গৃহের সাথে আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত হচ্ছে;
- প্রতিটি গৃহে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে;
- বিনামূল্যে সুপেয় পানির সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে;
- গ্রোথ সেন্টারের কাছাকাছি পুনর্বাসন করায় উপকারভোগীদের কর্মসংস্থানসহ তাদের সন্তানদের শিক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে;
- কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে;
- প্রতিটি গৃহ বন্যা বিপদসীমার উপরে তুলনামুলক উঁচু স্থানে নির্মাণ করা হচ্ছে বিধায় বন্যাসহ বিভিন্ন দুর্যোগে জান-মালের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে;
- উপকারভোগীদের উৎপাদনমুখী কাজের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে;
- উপকারভোগীরা বসত ভিটার আঙ্গিনায় সবজি চাষ, পশু পালনসহ প্রকল্প সংলগ্ন পুকুরে মৎস্য চাষ করছেন।

মুজিববর্ষে আশ্রয়ণ

মুজিববর্ষে 'বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র দেশের সকল ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে জমিসহ সেমিপাকা ঘর দেয়ার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। এ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশের সকল অসহায়, দরিদ্র ও ঠিকানাবিহীন উপকারভোগী পরিবারকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ :

'ক' শ্রেণির পরিবার	'খ' শ্রেণির পরিবার
যার জমি ও ঘর কিছুই নেই এমন ভূমিহীন-গৃহহীন, ছিন্নমূল ও অসহায় দরিদ্র পরিবার	যার সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ জমির সংস্থান আছে কিন্তু ঘর নেই এমন পরিবার

প্রাথমিকভাবে 'ক' শ্রেণির পরিবারের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি নিষ্কন্টক খাস জমি, সরকারিভাবে ক্রয়কৃত জমি, সরকারের অনুকূলে কারও দানকৃত জমি অথবা রিজিউমকৃত জমিতে ভূমিহীন-গৃহহীনদের পুনর্বাসন করা হচ্ছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ সংযোজন

দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা একক গৃহ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহের এ প্রকল্পটিতে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সংযোজন করা হয় ৪০০ বর্গফুট আয়তনের ২ কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা একক গৃহ। এই ঘরে সুপরিসর ২টি কক্ষের সামনে টানা বারান্দা এবং পেছনে রয়েছে রান্নাঘর ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন। বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগের পাশাপাশি পুনর্বাসিতদের জন্য রয়েছে নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা। ক্লাস্টারভিত্তিক স্থাপিত প্রকল্প গ্রামগুলোতে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিনন্দন লে-আউটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাস্তা, কমিউনিটি সেন্টার, পুকুর, খেলার মাঠ প্রভৃতি নিশ্চিত করা হয়।

দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা একক গৃহ

গুচ্ছাকারে নির্মিত একক গৃহ

গুচ্ছাকারে নির্মিত একক গৃহ

চরাঞ্চলের বিশেষ ডিজাইনের গৃহ

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে নদীমাতৃক বাংলাদেশের চরাঞ্চলসমূহ ভাঙ্গনপ্রবণ হওয়ায় ঐসব এলাকায় বিদ্যমান ডিজাইনের স্থায়ী সেমি পাকা একক গৃহ পুরোপুরি কার্যকর নয়। ফলে সেখানে সহজে স্থানান্তরযোগ্য বিশেষ ডিজাইনের সিআই শিটের ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার চরাঞ্চলে বসবাসরত 'ক শ্রেণির' পরিবারের জন্য ১,২৪২টি ঘরের বরাদ্দ প্রদান করা হয় যার নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

চরাঞ্চলের বিশেষ ডিজাইনের গৃহ

বাস্তবায়ন

- প্রকল্পের উপকারভোগী বাছাই ও নির্বাচন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ রয়েছে;
- উপজেলা পর্যায়ের উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে বিভিন্ন কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি এ প্রকল্প বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এ কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটি উপকারভোগী বাছাই ও নির্বাচন করেন;
- উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত ও নির্বাচিত উপকারভোগীদের অনুকূলে জমি ও গৃহ বরাদ্দ প্রদানপূর্বক গৃহনির্মাণের জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করেন। এ কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে উপজেলা প্রকৌশলী, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রয়েছেন।

তদারকি ও মনিটরিং

- আশ্রয়ণ প্রকল্পটি প্রাত্যহিক তদারকির আওতায় থাকা একটি প্রকল্প;
- প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব প্রকল্পটি প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান করে থাকেন;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক ও পরিচালকগণের জন্য সারাদেশের জেলাসমূহকে চিহ্নিত করে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা প্রতিনিয়ত জেলা ও উপজেলায় সরেজমিনে গমন করে, যোগাযোগের অন্যান্য কার্যকর পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে প্রকল্প মনিটরিং করেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত অগ্রগতি অবহিত করেন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ ও আইএমইডি'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে যৌথ পরিবীক্ষণ দলও প্রকল্প তদারকি করেন;
- জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহ উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম প্রতিনিয়ত তদারকি করেন এবং নিয়মিত পাক্ষিক, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাগণও এ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি করে থাকেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন (তৃতীয় পর্যায়- ২য় ধাপ)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিম্নবর্ণিত ৪টি জেলার নির্ধারিত ৪টি উপজেলার প্রকল্প স্থানের সঙ্গে গণভবন (ভার্চুয়াল) হতে সরাসরি সংযুক্ত হবেন এবং দেশের অবশিষ্ট সকল উপজেলার সাথে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থাকবেন:

চর কলাকোপা (চর পোড়াগাছা ইউনিয়ন) আশ্রয়ণ প্রকল্প, লক্ষ্মীপুর: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলাধীন চর পোড়াগাছা ইউনিয়নে নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ২১০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারকে ২.৫০ একর করে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করে ছিন্নমূল ও অসহায় মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম সর্বপ্রথম শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত এই ইউনিয়নের চর কলাকোপা আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৫.১৫ একর অবৈধ দখল উদ্ধারকৃত খাস জমিতে নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত জেলে, ভিক্ষুক, বিধবা ও অসহায় ১৪২টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে।

গৌরম্ভা (গৌরম্ভা ইউনিয়ন) আশ্রয়ণ প্রকল্প, বাগেরহাট: বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলাধীন গৌরম্ভা ইউনিয়নের গৌরম্ভা আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৬.২০ একর অবৈধ দখল উদ্ধারকৃত খাস জমিতে ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, স্বামী পরিত্যক্তা, সুন্দরবনের জলদস্যুতা থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা ব্যক্তি ও অসহায় ৮৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে।

চর ভেলামারী (চর বেতাগৈর ইউনিয়ন) আশ্রয়ণ প্রকল্প, ময়মনসিংহ: ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলাধীন চর বেতাগৈর ইউনিয়নের চর ভেলামারী আশ্রয়ণ প্রকল্পে ১.৪৬ একর অবৈধ দখল উদ্ধারকৃত খাস জমিতে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী ও অসহায় ৭৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ময়মনসিংহ -নান্দাইল সড়কের পাশে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত।

মাহান পাড়া (পঞ্চগড় সদর ইউনিয়ন) আশ্রয়ণ প্রকল্প, পঞ্চগড়: পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় সদর উপজেলাধীন পঞ্চগড় সদর ইউনিয়নের মাহান পাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্পে ২.০০ একর অবৈধ দখল উদ্ধারকৃত খাস জমিতে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী ও অসহায় ৬২টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। এ উপজেলাসহ পঞ্চগড় জেলার সকল উপজেলায় শতভাগ ভূমিহীন-গৃহহীন পুনর্বাসন করা হয়েছে।

জাঙ্গালিয়া (মহম্মদপুর সদর ইউনিয়ন) আশ্রয়ণ প্রকল্প, মাগুরা: মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলাধীন মহম্মদপুর সদর ইউনিয়নের জাঙ্গালিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৫.০০ একর অবৈধ দখল উদ্ধারকৃত খাস জমিতে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী, অসহায় ও ছিন্নমূল ৬৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। প্রকল্পস্থান সংলগ্ন ১.০০ একর জমিতে একটি বাসস্ট্যান্ড এবং ১০ একর জমিতে একটি ইকোপার্ক নির্মাণাধীন রয়েছে। এ উপজেলাসহ মাগুরা জেলার সকল উপজেলায় শতভাগ ভূমিহীন-গৃহহীন পুনর্বাসন করা হয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির আওতায় ভূমিহীন-গৃহহীন 'ক শ্রেণী' পরিবারের হালনাগাদ তালিকামতে এ পর্যায়ে শতভাগ ভূমিহীন-গৃহহীন পুনর্বাসিত উপজেলাসমূহ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	নবাবগঞ্জ
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর
	শরীয়তপুর	ডামুড্যা
	কিশোরগঞ্জ	কটিয়াদী
	টাঙ্গাইল	গোপালপুর
	মানিকগঞ্জ	ঘিওর, সাটুরিয়া
	রাজবাড়ী	কালুখালী
	ফরিদপুর	নগরকান্দা
ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	মদন
	ময়মনসিংহ	ভালুকা, নান্দাইল, ফুলপুর, ফুলবাড়ীয়া
	জামালপুর	বক্সীগঞ্জ
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পটিয়া, কর্ণফুলী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া
	লক্ষ্মীপুর	রায়পুর, রামগঞ্জ
	ফেনী	ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, ফুলগাজী, পরশুরাম
রংপুর	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ
	পঞ্চগড় (সম্পূর্ণ জেলা)	আটোয়ারী, পঞ্চগড় সদর, দেবীগঞ্জ, তেঁতুলিয়া, বোদা
	দিনাজপুর	নবাবগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গী
	নীলফামারী	ডিমলা
রাজশাহী	নওগাঁ	রাণীনগর
	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি
	রাজশাহী	মোহনপুর, চারঘাট, বাঘা
	বগুড়া	নন্দীগ্রাম, দুপচাঁচিয়া
	নাটোর	বাগাতিপাড়া
	পাবনা	ঈশ্বরদী
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ
খুলনা	ঝিনাইদহ	হরিণাকুন্ডু
	সাতক্ষীরা	তালা
	মাগুরা (সম্পূর্ণ জেলা)	মাগুরা সদর, শ্রীপুর, মহম্মদপুর, শালিখা
বরিশাল	ঝালকাঠি	কাঠালিয়া
	পটুয়াখালী	দশমিনা
মোট ৫২টি উপজেলা		

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশকে শতভাগ ভূমিহীন-গৃহহীন পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে গৃহীত বিশেষ কার্যক্রম

গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবার এবং বরাদ্দকৃত গৃহের বিভাগভিত্তিক হালনাগাদ সংখ্যা

বিভাগ	জেলা সংখ্যা	উপজেলা সংখ্যা	'ক' শ্রেণীর পরিবার সংখ্যা (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	মোট বরাদ্দকৃত গৃহের সংখ্যা (জুন ২০২২ পর্যন্ত)
ঢাকা	১৩	৮৮	২৮,৬০৩	২৫,৯৯৫
ময়মনসিংহ	০৪	৩৫	৯,৭১৭	৯,১২২
চট্টগ্রাম	১১	১০৩	৪৮,৪৪৬	৩৪,৮৬৮
রংপুর	০৮	৫৮	৫৭,৫০৭	৪১,১৭৭
রাজশাহী	০৮	৬৭	২৯,৯৯১	২১,৭৬১
খুলনা	১০	৫৯	২১,৭৭২	১৪,৮৪৬
বরিশাল	০৬	৪২	২২,৯৯৬	২১,৪৯১
সিলেট	০৪	৪০	২০,৫৭৯	১৫,৮৬৯
সারাদেশ	**৬৪টি**	**৪৯২টি**	**২,৩৯,৬১১**	**১,৮৫,১২৯**

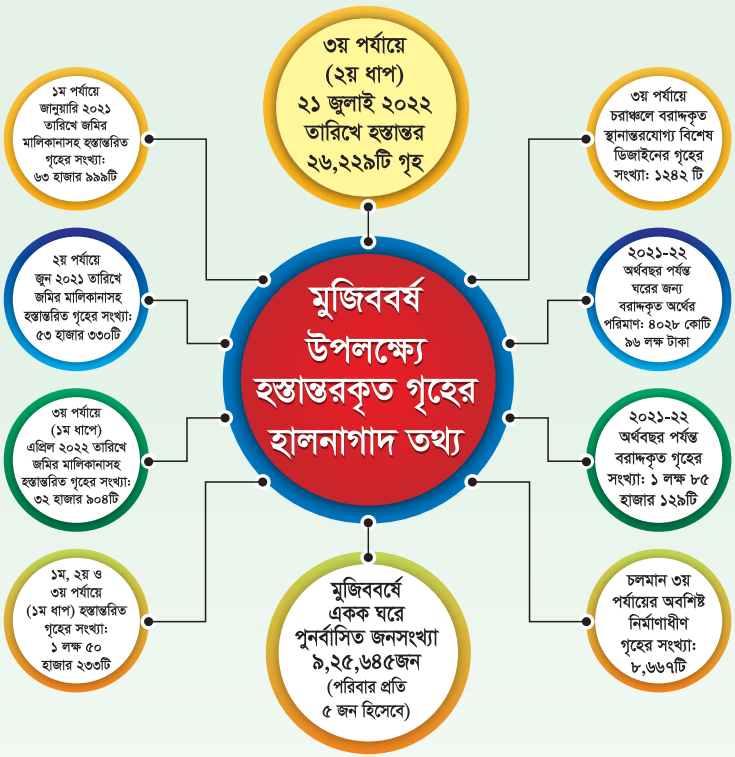

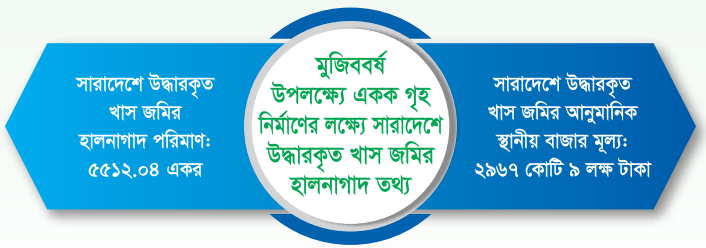

জমি ক্রয়ের মাধ্যমে পুনর্বাসনের হালনাগাদ তথ্য

- সারাদেশে ক্রয়কৃত জমির হালনাগাদ পরিমাণ: ১৯১.৭৯ একর
- জমি ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ: ১৩৪.১৯ কোটি টাকা
- ক্রয়কৃত জমিতে পুনর্বাসিত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার সংখ্যা: ৮,৪৬২টি

১৯৯৭ সাল হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে ভূমিহীন-গৃহহীনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (জুলাই ১৯৯৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	মোট পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা
০১.	ব্যারাক হাউজ নির্মাণ	
	আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২)	৪৭,২১০টি
	আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) (২০০২-২০১০)	৫৮,৭০৩টি
	আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প (২০১০- মার্চ ২০২২)	৬২,১৩৫টি
	মোট	১,৬৮,০৪৮টি
০২.	নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ	১,৫৩,৮৫৩টি
০৩.	জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য কক্সবাজারের খুরুশকুলে নির্মিত বহুতল ভবনে বিনামূল্যে ফ্ল্যাট হস্তান্তর	৬৪০টি
০৪.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের ঘর	৬০০টি
০৫.	নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	১০০টি
০৬.	ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	১,০০০টি
০৭.	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত দুই কক্ষবিশিষ্ট সেমিপাকা একক ঘর	১,৮৫,১২৯টি
	সর্বমোট	৫,০৯,৩৭০টি

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট পুনর্বাসিত জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮৫০ জন
(পরিবার প্রতি ৫ জন হিসেবে)

১৯৯৭ সাল থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত আশ্রয়ণসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে গৃহনির্মাণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারের হালনাগাদ তথ্য

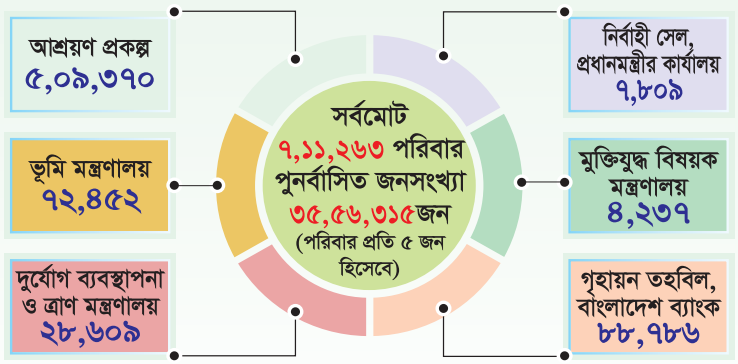

> “আমার দেশের প্রতি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।”
>
> জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না।’
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শতভাগ ভূমিহীন-গৃহহীন পুনর্বাসিত জেলা পঞ্চগড় ও মাগুরা

শতভাগ ভূমিহীন-গৃহহীন পুনর্বাসিত উপজেলা ৫২টি

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

ফোন : +৮৮ ০২-৪৮১১২৬১৮
মোবাইল : +৮৮ ০১৭১১৫৬৪৬৬৬
ফ্যাক্স : +৮৮ ০২-৫৫০২৯৫৮০
ই-মেইল : ashrayanpmo@gmail.com
ওয়েব : www.ashrayanpmo.gov.bd
ফেসবুক : @Ashrayan2Project